দৈনিক ইত্তেফাক

৭১

তারিখ 25 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৩২ কলাম ৮

ছাত্রের খাতা পরীক্ষায় কারচুপির অভিযোগ প্রমাণিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কোরআন ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যান তাহির আহমদের বিরুদ্ধে একজন মেধাবী ছাত্রের

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রের খাতা পরীক্ষায়

(শেষ পৃঃ পর)

পরীক্ষার খাতায় কারচুপি সংক্রান্ত অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে। এ-ব্যাপারে গঠিত ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গতকাল বুধবার ছাত্র মুহাম্মদ ইউনুছের মাষ্টার্স চূড়ান্ত পর্বের ৪০৭ নং কোর্সের উত্তরপত্র হইতে লুজশীট খুলিয়া রাখিয়া পরীক্ষণসহ মোট ৬টি অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যানকে "এককভাবে" দোষী সাব্যস্ত করিয়া ভিসি'র নিকট তাহাদের তদন্ত রিপোর্ট পেশ করিয়াছে। তদন্ত কমিটি তাহাদের রিপোর্টে উক্ত ছাত্রের অপর দুইটি অভিযোগের ব্যাপারে (প্যানেল বহির্ভূত 'এক্সটারনালের' নিকট উক্ত উত্তরপত্র প্রেরণ ও প্রয়োজন ছাড়াই একই উত্তরপত্র 'থার্ড এক্সামিনারের' নিকট প্রেরণের অনুমতি প্রদান) ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ইনাম-উল-হককে দায়ী করিয়াছে। রিপোর্টে উক্ত বিভাগের মাষ্টার্স চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষা কমিটি বাতিল এবং মুহাম্মদ ইউনুছের উক্ত-উত্তর পত্রের 'লুজ সীট' খুঁজিয়া না পাওয়ায় ইন্টারনাল প্রদত্ত নম্বরকে চূড়ান্ত বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে মাষ্টার্সের ফল প্রকাশের সুপারিশ করা হইয়াছে।

এ ব্যাপারে ভিসি'র সহিত যোগাযোগ করিলে তিনি জানান, তদন্ত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিষয়টি একাডেমিক কাউন্সিলে পাঠানো হইয়াছে এবং অবিলম্বে উক্ত বর্ষের ফলাফল প্রকাশসহ যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

উল্লেখ্য, গত ৬ই ডিসেম্বর আল কোরআন বিভাগে অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মুহাম্মদ ইউনুছ উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আদর্শিক মতবিরোধের কারণে তাহার পরীক্ষার খাতায় কারচুপির অভিযোগ আনিয়া বিষয়টি তদন্তের জন্য ভিসি'র নিকট দাবী জানায়। এসংক্রান্ত জটিলতায় ফল প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার কারণে উক্ত বর্ষের ছাত্ররা গত চার মাস ধরিয়া ভোগান্তি পোহাইতেছে।